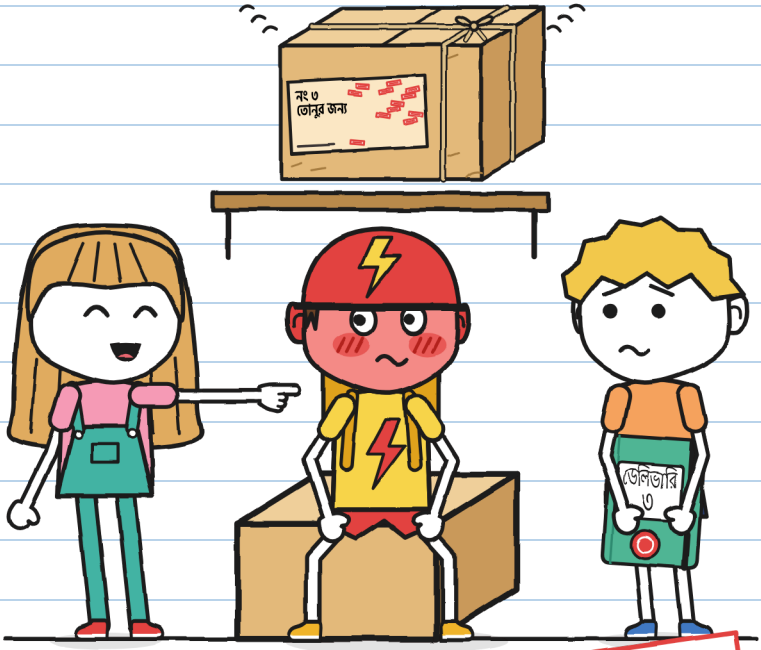
অসম্ভব ডেলিভারি · ৩

# ফেরত পাঠান, প্লিজ

LinguAula




(গুনির খাতা)

সাইজ S
প্রাথমিক স্তর · ৭+

# অসম্ভব ডেলিভারি · ৩
# ফেরত পাঠান, প্লিজ

লেখা ও ছবি: LinguAula

সাইজ S · প্রাথমিক স্তর · ৭+

বাংলা সংস্করণ: LinguAula

প্রথম সংস্করণ: ২০২৬

© ২০২৬ LinguAula · info@linguaula.com

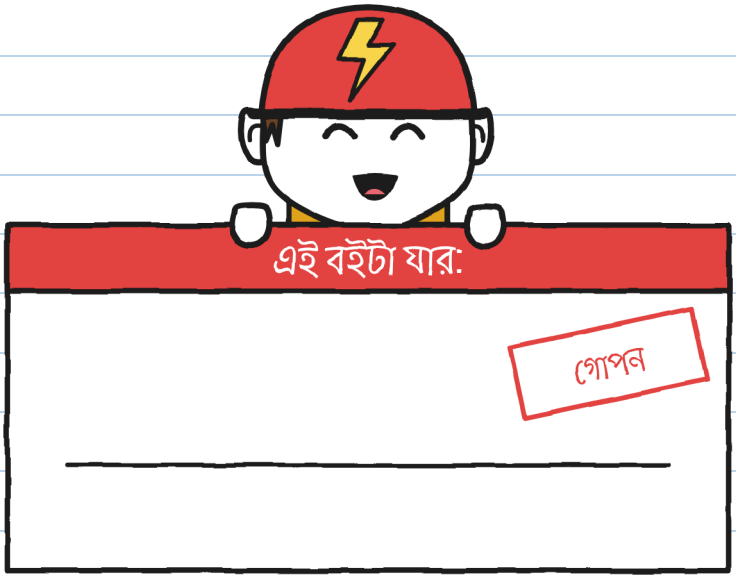
ক্লাসের জন্য আর বাড়ির জন্য নির্দ্বিধায় ফটোকপি করা যাবে।

সিরিজের তৃতীয় বই। আগের দুটো: "এই পার্সেলটা কামড়ায়" আর "মেঘ ডাকার আগে খুলবেন না"।

LinguAula

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো

*এই বই লেখার সময় কোনো ডেলিভারি-কর্মী চোট পায়নি। লাল হয়েছে, হ্যাঁ। -হু.*




আর আগে আমি পড়ব। -হু.

যদি এটা পাও, ফিরিয়ে দিয়ো। প্লিজ।

শুধু গল্পে

এই সিলমোহর বোঝায়, যা শুধু গল্পে ঘটে। সত্যিকারের পার্সেল উড়ে ফিরে আসে না। সত্যিকারের সাইকেলের বেলায় ৭৬ পাতা মেনে চলো। -হু.

# কে কে



গুনি। শনিবারের ডেলিভারি-বয়। কেউ চায়নি এমন সব জিনিস আঁকে। এই খাতাটা ওর।



তুলিতা। সবুজ কালিতে লেখে আর "তু." নামে সই করে। কীভাবে সাহায্য করতে হয়, সবসময় জানে। সমস্যাটা সেখানেই।



তোনিও। বিজলির হয়ে সাইকেলে ডেলিভারি দেয়। দশ মিনিটে, নইলে বিনামূল্যে। ভাগে ভাগে লাল হয়।



মারা। অসম্ভব ডেলিভারির মালিক। মাথায় জাদুকরীর টুপি। যা বলেন, তার চেয়ে বেশি জানেন।



জোয়ি। বিজলির। সবচেয়ে দ্রুত। ডাকনাম দেয়।



ব্রুনো। বিজলির। একবার পাংচার হয়েছিল। দু-বছর আগে।



৩ নম্বর পার্সেল। নাড়ালে বাজে। লেবেলে শুধু একটা নাম লেখা।

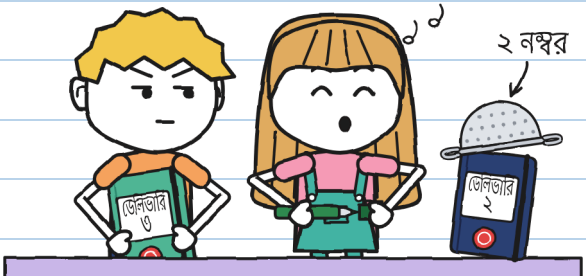



র.। যে পার্সেল কেউ পৌঁছে দিতে পারে না, সেগুলো পাঠান। কেউ ওর নাম বলে না।

# ডেলিভারির খাতা ৩
# গুনির

*গোপন।*

*“গোপন ”মানে: আগে আমি পড়ব। আর কাউকে বলব না। -হু.*




২ নম্বর খাতাটা একটাই ঝড়ে শেষ হয়ে গেল। এটা সবুজ, আর এতে দোকানের সিলমোহর আছে। প্রথমে আমারই লেখার কথা ছিল। লিখল হুলিতা।

*সাহায্য করতে আমি আগে লিখলাম। ধন্যবাদ লাগবে না। -হু.*

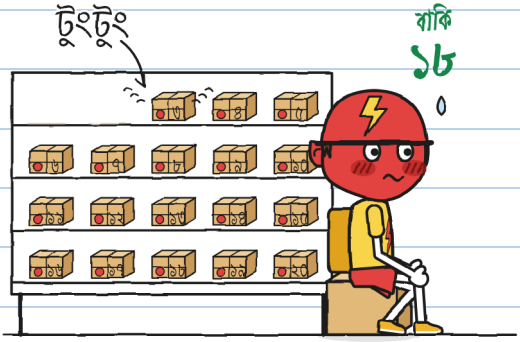
আমি ওকে সাহায্য করতে বলিনি। হুলিতার বেলায় তাতে কিছু আসে-যায় না।

অধ্যায় ১

# টুংটুং

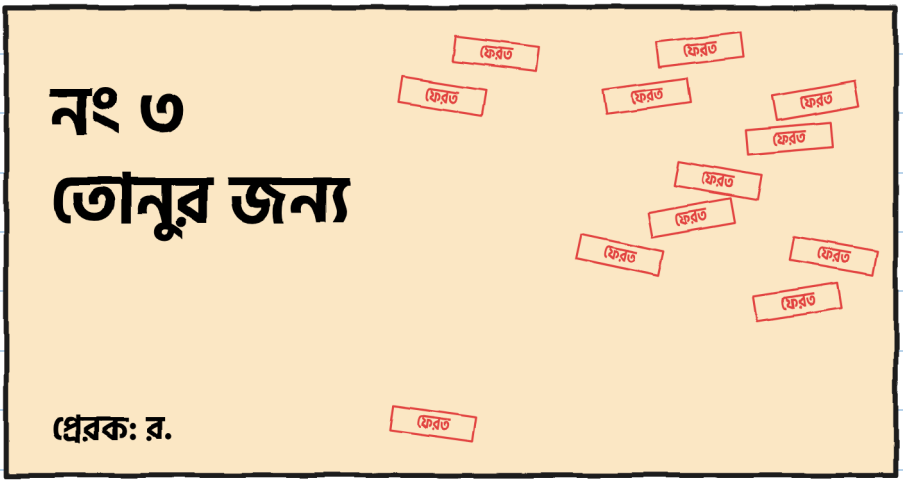
মারা সেই পার্সেলগুলো রাখেন, যেগুলো কেউ পৌঁছে দিতে পারেনি। তাকে। ছিল কুড়িটা। হুলিতা আর আমি দুটো পৌঁছে দিয়েছি: একটা ড্রাগনের ডিম আর কিছু ছুটে বেড়ানো বীজ। বাকি আঠারোটা।

ঝড়ের রাতে আমরা বাড়ি যাচ্ছিলাম। একটা পার্সেল বেজে উঠল।
টুংটুং।




সেটা ছিল ৩ নম্বর। বিজলির তোনিও দশ মিনিটে নইলে বিনামূল্যে ডেলিভারি দেয়। সে হেলমেটের রঙে রাঙা হলো।

সই না থাকলে ফেরত পার্সেল ভোর হলে উড়ে নিজের তাকে ফিরে যায়। শুধু যে পার্সেলটা নেয়, তার সই চলে। লেবেলে। এমন কালিতে, যা মোছে না। প্রেরক হলো র.: যে ওগুলো পাঠায়।




হুলিতা লেবেলটা পড়তে শুরু করল:
"তো..."
মুখ বন্ধ করল। কথার মাঝখানে ও কখনও চুপ করে না। আমি তোনিওর দিকে তাকালাম। ও লাল হয়ে উঠছিল।

*অর্ধেক শব্দ পড়লাম। বাকি অর্ধেক গিলে ফেললাম। -হু.*

কেউ কেউ হঠাৎ লাল হয়ে যায়। তোনিও না। সে ভাগে ভাগে লাল হয়। আমি টুকে রাখলাম।

## তোনিওর লাল-মিটার




"ওই পার্সেলটা অপেক্ষা করতে পারে," তোনিও তাড়াতাড়ি বলল। "ও বছরের পর বছর অপেক্ষা করছে। আরও একদিন। কিংবা দশদিন। বিজলির কোনো তাড়া নেই।"
বিজলির কেউ এমন কথা বলল, এই প্রথম।

*সেই রাতে: ৪। লালে লিখতে চেয়েছিলাম। আমার কাছে শুধু সবুজ। -হু.*

"আজ রাতে কিছু খোলা হবে না," মারা বললেন। "আর অনুমতি ছাড়া তাকে হাত দেওয়া চলবে না।"
কেউ হাত দিল না। আবার টুংটুং বাজল।
টুংটুং।
"ওটা দরজা!" হুলিতা বলল।

কিছু না বুঝলে আমি একটা তালিকা বানাই।

টুংটুংয়ের সন্দেহভাজন




দরজা | তোনিওর সাইকেল

রবারের ব্যাঙ | নং ৩

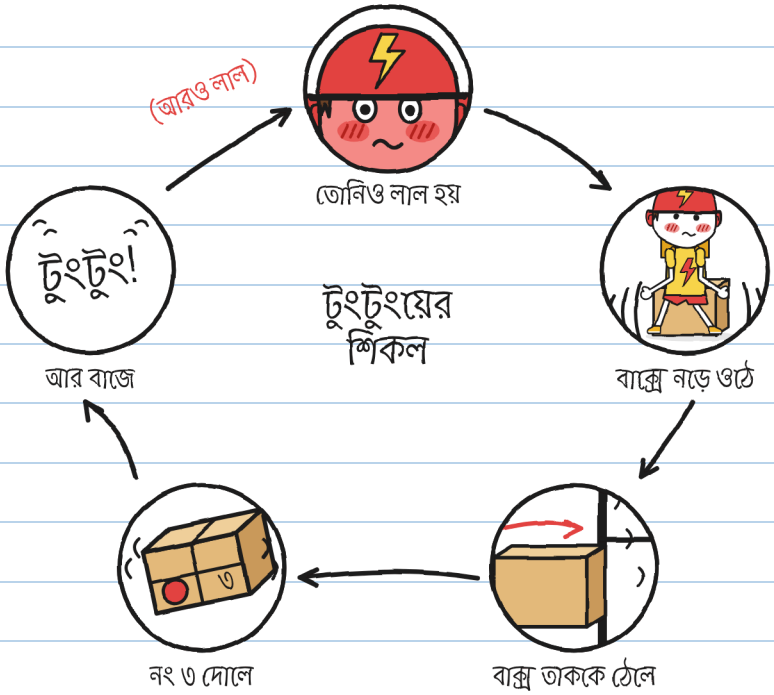
*ব্যাঙটা নির্দোষ। আমি ওকে চিনি। -হু.*

ফুটপাতে গিয়ে আওয়াজগুলো পরীক্ষা করলাম। বৃষ্টি থেমেছে। দরজা খুললাম আর বন্ধ করলাম: ক্যাঁ-আ-আ-চ। সাইকেলের বেল বাজালাম: ক্রিং! ব্যাঙটা টিপলাম: পিঁক।




হুলিতা আঙুল নেড়ে "না" বলছিল। কোনোটার আওয়াজ এমন ছিল না।
আমি ঢুকলাম। তোনিও বাক্সে বসে নড়ে উঠল।
টুংটুং।

আমি নিচু হলাম। তোনিওর বাক্সটা তাকের পায়া ছুঁয়ে ছিল।




ওটা জাদু নয়। ওটা তোনিও।
পার্সেলটা নাড়ালে ৩ নম্বরের ভেতরে কিছু একটা বাজে।

*আমার মতো। -হু.*

তোনিও ঠিক করল, একদম স্থির বসে থাকবে। সেটা টিকল এইটুকু:

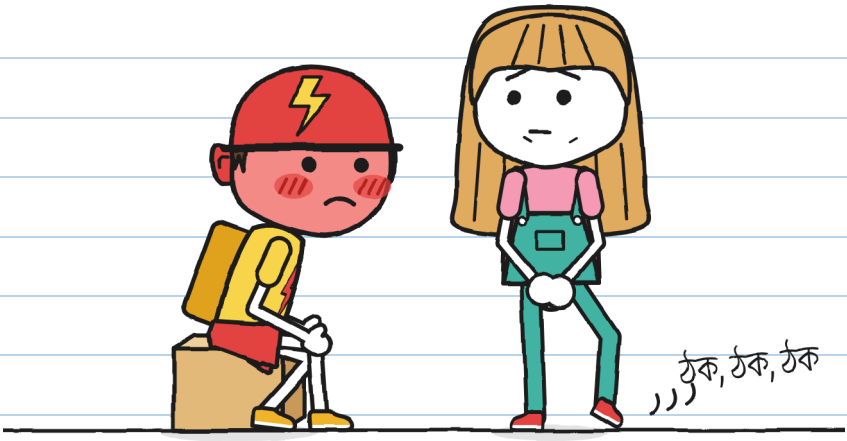



*শুধু একটা প্রশ্ন ছিল। প্রশ্ন তাক ঠেলে না। -হু.*

এটা কিন্তু ঠেলে।

"ওটা আমি ছিলাম," তোনিও নিজের জুতোর দিকে তাকিয়ে বলল। "ছোটবেলায়।"
খুব আস্তে বলল। ব্যাঙটা আমার চেয়ে ভালো শুনল।

হুলিতা মুখ খুলল। ওর অনেক প্রশ্ন ছিল। তোনিও তখনও নিজের জুতোর দিকে তাকিয়ে ছিল। হুলিতা তাকে দেখল আর মুখ বন্ধ করল।

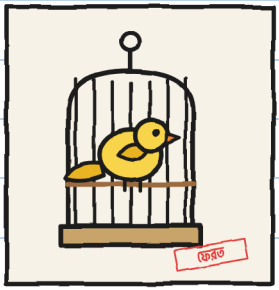



"আর কিছু জিজ্ঞেস করছি না," হুলিতা বলল।
ওর কষ্ট হলো। পা নাড়ছিল।

*যে প্রশ্নগুলো করিনি: নয়টা। লিখে রেখেছি। -হু.*

"আপনি কখনও পৌঁছে দেননি কেন?" আমি মারাকে জিজ্ঞেস করলাম।
"বারোবার নিয়ে গেছি। দেখো লেবেলে: রাস্তা নেই, বাড়ির নম্বর নেই, পদবি নেই। যত তোনু পেয়েছি, সবার কাছে চেষ্টা করেছি।"

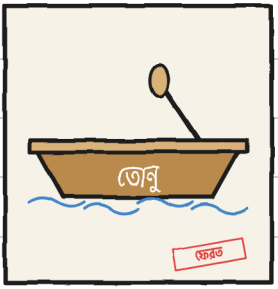
মারার তোনুরা




১. একটা ক্যানারি।
(লেবেলের ওপর পা দিয়েছিল। চলবে না।)




২. দন আন্তোনিও, ৭১ বছর।
("আমার তো ইচ্ছেই আছে।")




৩. খালের একটা নৌকা।
(ওর হাত নেই।)

"আর তোনিও?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।
"শেষবার তখনও তোনিওকে চিনতাম না," মারা বললেন, ওর দিকে তাকিয়ে। "ছোটবেলার নামটা কেউ আমাকে বলেনি।"

মারা কাউন্টারের নিচ থেকে একটা বেগুনি কাপড় বের করলেন। ৩ নম্বরটা ঢেকে দিলেন। যেমন ঘুমোনোর সময় টিয়ার খাঁচা। তোনিওর বাক্সটা তাক থেকে দুই বিঘত সরিয়ে দিলেন।
"এই তো। এবার নড়তে পারো।"




তোনিও সাইকেলে চলে যেতে পারত। সাইকেল দরজার কাছেই ছিল। দশ মিনিটে পাড়া পেরিয়ে যেত।
সে আবার বসল।
কেন, জানি না। তবু লিখে রাখছি। ওর বাক্সে পিঠ ঠেকানোর কিছু নেই। আমি একটা এঁকে দিলাম।

*কেউ তোমার কাছে পিঠের ঠেস চায়নি। -হু.*

দোকান বন্ধ হলো। তোনিও ছিল সবার শেষে। হেলমেটের ফিতে আঁটছিল।
"মারা। কাল আমি পার্সেলটা নিয়ে কথা বলতে আসব। একান্তে।"
"এই দুজন দোকানেরই লোক।"
তোনিও আমাদের দিকে তাকাল।
"এদের ঠিক আছে। কিন্তু বিজলির কেউ নয়।"




পার্সেলটা তোনিওর। জানা বাকি, সে ওটা চায় কি না।

*ওকে কীভাবে সাহায্য করতে হবে, আমি জানি। -হু.*

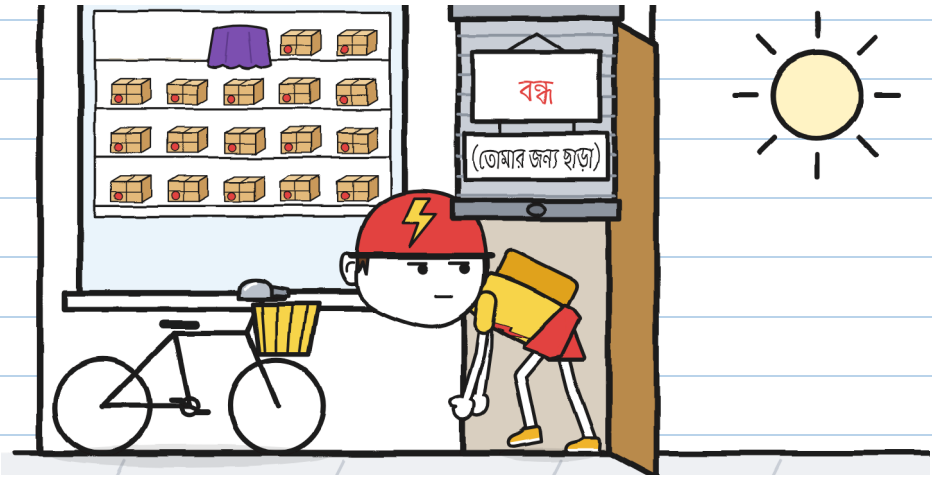
আমার ভয়টা সেটাই।

অধ্যায় ২

# আমি হ্যাঁ বলিনি

রবিবার দোকান বন্ধ থাকে। মারা ঝাঁপটা অর্ধেক তুলে রাখলেন। একটা নোটিশ ঝোলালেন: বন্ধ (তোমার জন্য ছাড়া)।

তোনিও এগারোটায় এল। ঢোকার আগে রাস্তার দুদিকে তাকাল। যেমন রাস্তা পার হওয়ার আগে। বিজলির কেউ আসছিল না।




*আমরা এসেছি সাড়ে দশটায়। যদি কিছু হয়, তাই। -হু.*

মারা ৩ নম্বরটা কাউন্টারে রাখলেন। কাপড়টা সরালেন। নোটিশ পড়ার মতো করে বললেন:
"তিন নম্বর পার্সেল। তোনুর জন্য। তুমিই কি?"
"ছিলাম।"
"আমার চলবে। ওটা কি তুমি চাও?"

তোনিও বাক্স টার দিকে তাকাল। বাক্স কিছু বলল না।
"আমি হ্যাঁ বলিনি।"
"না-ও তো বলোনি।"
"আমি বলেছি, 'আমি হ্যাঁ বলিনি'।"




*সই না করার জন্য তিনটে বাক্য। আমি গুনে দেখেছি। -হু.*

তোনিও বাক্সটা ধরল, যেন গরম হাঁড়ি। ওজন দেখল। ঘোরাল। কানের পাশে ধরল। একটু নাড়ল।
টুংটুং।
তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিল।

"ও যদি পার্সেলটা নিয়ে যায়?" হুলিতা বলল। "তোনিওর বাড়িতে এক রাত, তাহলেই তো পৌঁছে গেল। এটা যুক্তির কথা।"
"ফিরে যাওয়ার সিলমোহর যুক্তি মানে না," মারা বললেন। "ওটা চলে কালিতে।"

| পৌঁছানো ধরা হবে? | | |
|---|---|---|
|  | তাকানো | না |
|  | ধরা | না |
|  | বাড়ি নিয়ে যাওয়া | না |
|  | লেবেলে না-মোছা কালিতে সই করা | হ্যাঁ |

*সিলমোহরের সঙ্গে আমার মত মেলে না। -হু.*

"হুলিতা, শুনি: এই ডেলিভারিটা তোমাদের," মারা বললেন।
"মেঘের ডাকের ডেলিভারির মতোই। তিনটে শর্ত।"
আঙুলে গুনে গুনে বললেন:

১. বাক্স খুলবে না। লেবেল আটকানোই থাকবে।
২. ৩ নম্বর শুধু তোনিও চাইলে দোকান থেকে বেরোবে।
৩. যে পার্সেল নেয়, সে সই করে, যদি চায়। সই না থাকলে ভোরে পার্সেলটা ফিরে আসে। কিছুই ঘটে না।

"আর যদি কখনওই না চায়?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।
"তাহলে কখনওই না।"




*"কখনও "কোনো ডেলিভারির তারিখ নয়। -হু.*

তোনিও অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। হুলিতা সময় মাপল: চার মিনিট। বিজলির হিসেবে প্রায় আধখানা ডেলিভারি।

"আমি এটা নিয়ে যাচ্ছি," তোনিও বলল। "বন্ধ অবস্থায়। ভাবার জন্য। আপাতত।"
"তুমি কি চাইছ?" মারা জিজ্ঞেস করলেন।
"আমিই চাইছি।"

আমি টুকে রাখলাম ৩ নম্বর কীভাবে বেরোল। যাতে কেউ অস্বীকার করতে না পারে:

**বেরোনোর কার্ড**

- [x] বাক্স: বন্ধ
- [x] লেবেল: আটকানো
- [x] চাইছে: তোনিও
- [ ] সই: এখনও না



বাইরে তোনিও ৩ নম্বরটা সাইকেলের ঝুড়িতে রাখল। ছেড়ে দিল। বেজে উঠল: টুংটুং।

সে হ্যান্ডেল আর বিজলির বেলের দিকে তাকাল। মনে হলো কিছু মনে পড়েছে।
"কী?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।
"কিছু না।"
তোনিও হেঁটে চলে গেল, সাইকেল হাতে ধরে। সে কখনও হেঁটে যায় না।



*'কিছু না' মানে 'কিছু একটা'। ওকে সাহায্য করতে হবে। -হু.*

দরজা থেকে আমি দেখলাম মোড়ে বিজলির দুটো সাইকেল দাঁড়িয়ে আছে।
"তোনিও! ঝুড়িতে কী নিয়ে যাচ্ছ?" চেঁচিয়ে বলল একটা মেয়ে। ওর বেণী কোমর পর্যন্ত নেমেছে।
"একটা ডেলিভারি।"
"কার জন্য?"
"এক গ্রাহকের জন্য।"

সে মিথ্যে বলল না। উত্তর দেওয়ার আগে বাক্সটা ঘোরাল। লেবেল তার দিকে ছিল। বিজলির লোকেরা ওটা দেখতে পাচ্ছিল না।




*এবার বুঝলাম 'বিজলির কেউ নয়' মানে কী। -হু.*

সেই রাতে ঘরের জানালার খড়খড়ি তুলে রাখলাম। আমি দোকানের উল্টোদিকে থাকি। দেখতে চেয়েছিলাম ৩ নম্বর ফিরে আসে কি না।

"গুনি?" আমার মা করিডোর থেকে বলল। "জেগে আছ কেন?"
"একটা পার্সেলের ওপর নজর রাখছি।"
"আচ্ছা। তবে রাতের পোশাক পরে নজর রাখো।"

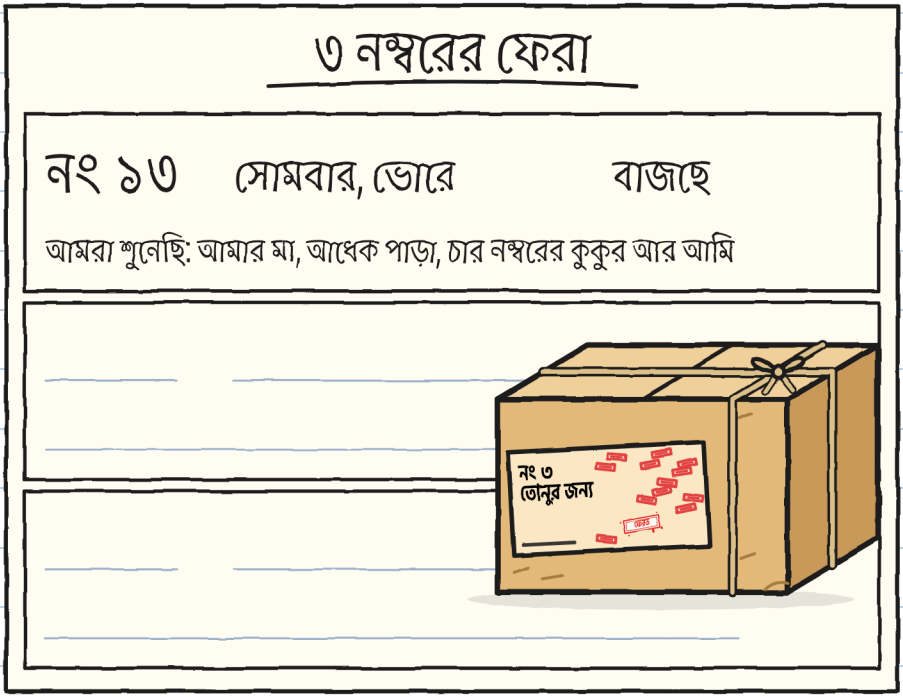



*আমিও নজর রাখতে চেয়েছিলাম। আমার জানালা দিয়ে একটা উঠোন দেখা যায়। -হু.*

ভোরে ৩ নম্বরের আওয়াজ শোনা গেল।
টুংটুং, টুংটুং, টুংটুং।
তারপর ছাদের ওপরে দেখা গেল। কোনো তাড়া ছাড়াই। আইসক্রিমের গাড়ির মতো বাজছিল। তিনটে জানালায় আলো জ্বলল। একটা কুকুর ডাকল। ৩ নম্বর দরজার ওপরের ছোট্ট জানালা দিয়ে ঢুকল। মারা ওটা এই জন্যই খোলা রাখেন।



স্কুলের পর দোকানে গেলাম। ৩ নম্বর নিজের তাকে ছিল। ওতে আরও একটা সিলমোহর: তেরো।




"এটা শাস্তি নয়," মারা বললেন। "এটাই নিয়ম। কেউ সই করেনি: ফিরে আসে।"

*তেরোটা সিলমোহর। আরও কয়েকটা হলে বাক্সটা দেখাই যাবে না। -হু.*

তোনিও এল পাঁচটা কুড়িতে, ডেলিভারির পর। ৩ নম্বরের কথা জিজ্ঞেস করল না। সেদিন সকালে সে নিজের বাড়ির ওপর দিয়ে ওটাকে যেতে শুনেছিল।

আমি দেখিনি। তোনিও আমাকে বলেছিল:

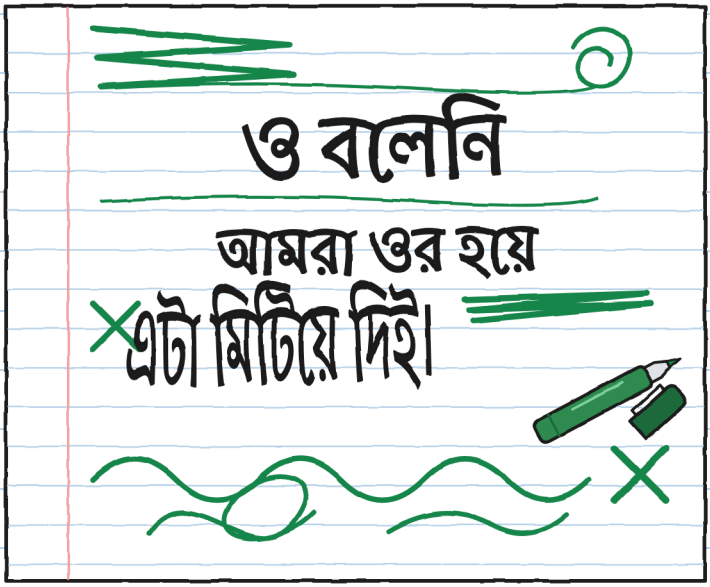
## তোনিও আমাকে যা বলল




"বাক্সটা সারা রাত দরজার পাপোশে রেখেছিলাম।"
"ঘরে আনলে না কেন?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।
"বাড়িতে অনেকে আমাকে এমনিতেই তোনু বলে ডাকে।"

"একটা সই-ই সব ঠিক করে দেয়," তোনিও চলে যেতেই হুলিতা বলল। "একটা। দুই সেকেন্ড লাগে। নিজেরটা দিয়ে আমি সময় মেপেছি।"

আমি খাতা খুললাম। ভাবলাম, "সবুজ রং আমার লেখা ঢাকবে না।" কলম দিয়ে চেপে চেপে লিখলাম:




*পড়েছি। আমি একমত নই। আপাতত। -হু.*

*আমার আরেকটা আইডিয়া আছে। অমন করে তাকিয়ো না। -হু.*

অধ্যায় ৩

# অটোগ্রাফ

মঙ্গলবার স্কুল থেকে বেরোলাম। দোকানের ফুটপাতে একটা টেবিল দেখলাম। তাতে মাটি পর্যন্ত নেমে আসা হলুদ টেবিলক্লথ। হুলিতার হাতের লেখায় একটা পোস্টার। আর মাঝখানে ঢাকা কিছু একটা।




"এটা একটা স্ট্যান্ড, আরাম করে সই করার একটা ঠেস," হুলিতা বলল। "আমি অটোগ্রাফ জমাই: স্মৃতির সই।"

"কবে থেকে?"

"কাল থেকে।"

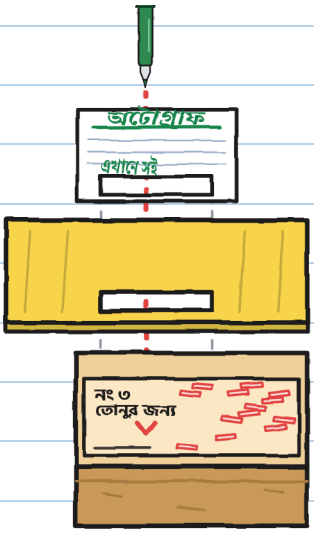
স্ট্যান্ডে ছিল দাগ-টানা একটা কাগজ। নিচে কাঁচি দিয়ে কাটা একটা ছোট্ট জানালা। টেবিলক্লথেও ঠিক নিচে ওইরকম আরেকটা ছিল।

আমি টেবিলক্লথের একটা কোণ তুললাম। স্ট্যান্ডটা আসলে শোয়ানো ৩ নম্বর। ছোট্ট জানালা দিয়ে ওর লেবেল ওপরের দিকে দেখা যাচ্ছিল।

## কীভাবে কাজ করে

১. কাগজটা, ছোট্ট জানালা সমেত।

২. টেবিলক্লথ, ফুটো সমেত।



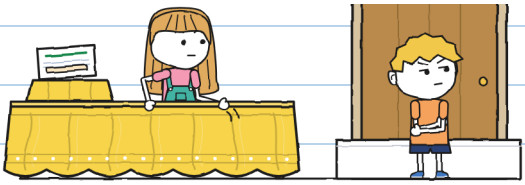

৩. ৩ নম্বরের লেবেল, যে অংশটা ফাঁকা।

৪. যে ছোট্ট জানালায় সই করে... সে লেবেলেই সই করে।

"আমার মার্কার দিয়ে," হুলিতা খুশিতে আস্তে আস্তে বলল। "কালি মোছে না। কাল ৩ নম্বর ফিরবে না। তোনিও দেখলে তবেই জানবে। সারপ্রাইজ!"

"তোনিও ৩ নম্বরকে দোকান থেকে বের করতে বলেনি," আমি বললাম। "দ্বিতীয় শর্ত।"
"ও কৃতজ্ঞ থাকবে।"
"আর মারা?"
"উনি ফোনে ছিলেন। আমি বলেছি: 'অটোগ্রাফের টেবিল।' আর সত্যিই তাই।"
"আর স্ট্যান্ড?"
"ওটা উনি জিজ্ঞেস করেননি।"

আমি ওকে ফ্লোরা আর আট নম্বর বীজের কথা মনে করিয়ে দিলাম। হুলিতা সময়ের আগে ফ্লোরাকে সই করতে দেয়নি।
"এটা এক নয়। ওই ডেলিভারি তৈরি ছিল না। এটা আরও তাড়াতাড়ি।"
"তুমিই করো। আমি না।"



*ও সিঁড়ির ধাপে বসল। খুব গম্ভীর মুখে। একটুও সাহায্য করল না। -হু.*

বিজলি আমাদের রাস্তা দিয়ে যায় পাঁচটা দশে। ওরা তিনজন, সারি বেঁধে।

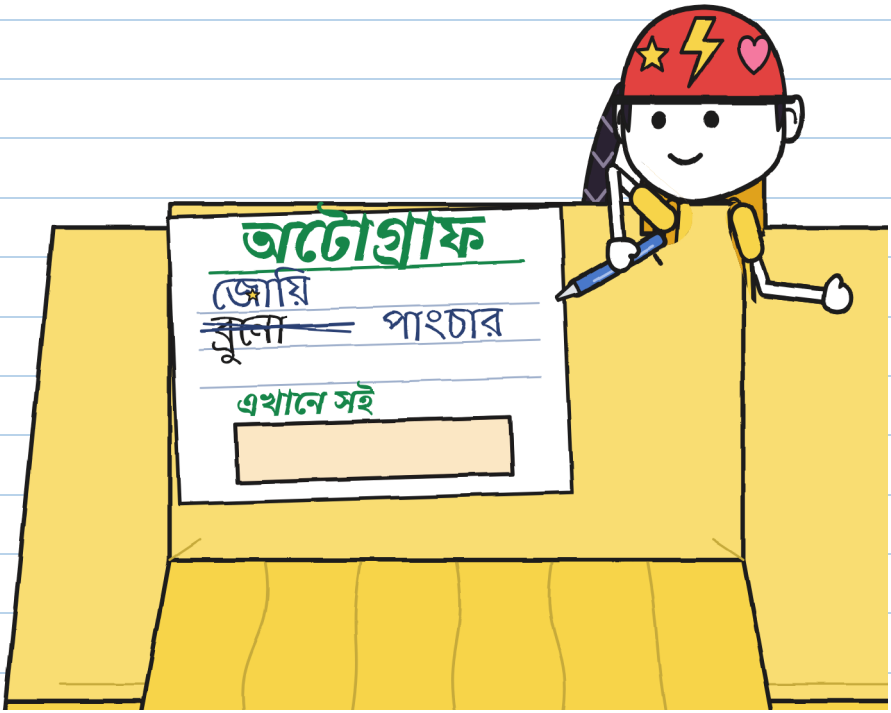



"অটোগ্রাফ? আমাদের?" জোয়ি বলল। ব্রেক কষে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল।

***ওদের কাছে কেউ কখনও অটোগ্রাফ চায়নি। তাই তো কাজ করছে। -হু.***

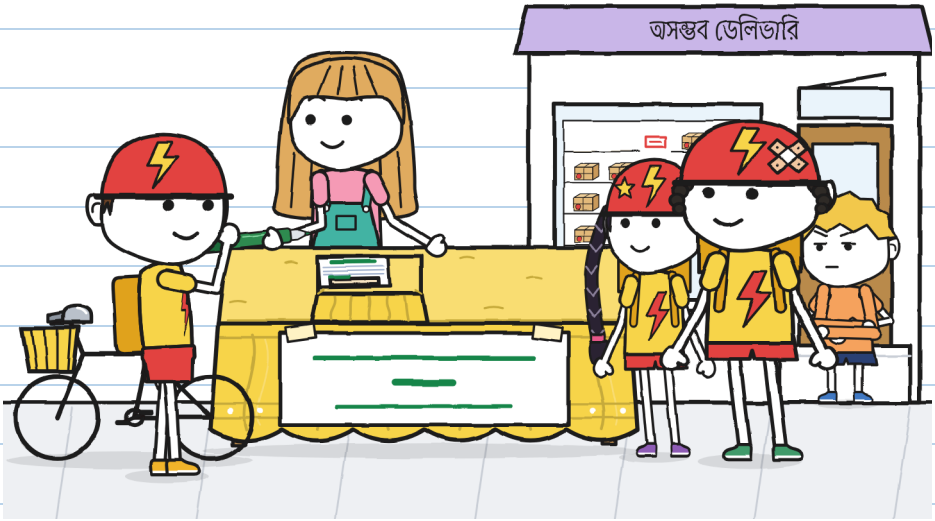
জোয়ি প্রথমে সই করল, নামের "ো"-র জায়গায় একটা তারা এঁকে। ব্রুনো লিখল "ব্রুনো"। জোয়ি নামটা কেটে লিখে দিল "পাংচার"।

"বিজলিতে ডাকনাম কেউ তোলে না," ব্রুনো আমাকে বলল, একটুও রাগ না করে। "আমার চাকা একবার পাংচার হয়েছিল।"




তোনিও তখনও সাইকেলে। সে টেবিলটার দিকে তাকিয়ে ছিল, রবিবার যেভাবে ৩ নম্বরের দিকে তাকিয়েছিল।

"এবার তোমার পালা, তোনিও," হুলিতা বলল। "এই যে নিচে, দাগ দেওয়া জায়গায়। সবচেয়ে ভালো জায়গা।"
ওকে নিজের সবুজ মার্কারটা দিল।
তোনিওর কাছে এই প্রথম কেউ অটোগ্রাফ চাইছিল। সে সাইকেল থেকে নামল আর সোজা হয়ে দাঁড়াল।




সিঁড়ির ধাপ থেকে সব দেখছিলাম। ভাবছিলাম, "এটা আমার কাজ নয়।" আর চুপ করে ছিলাম।

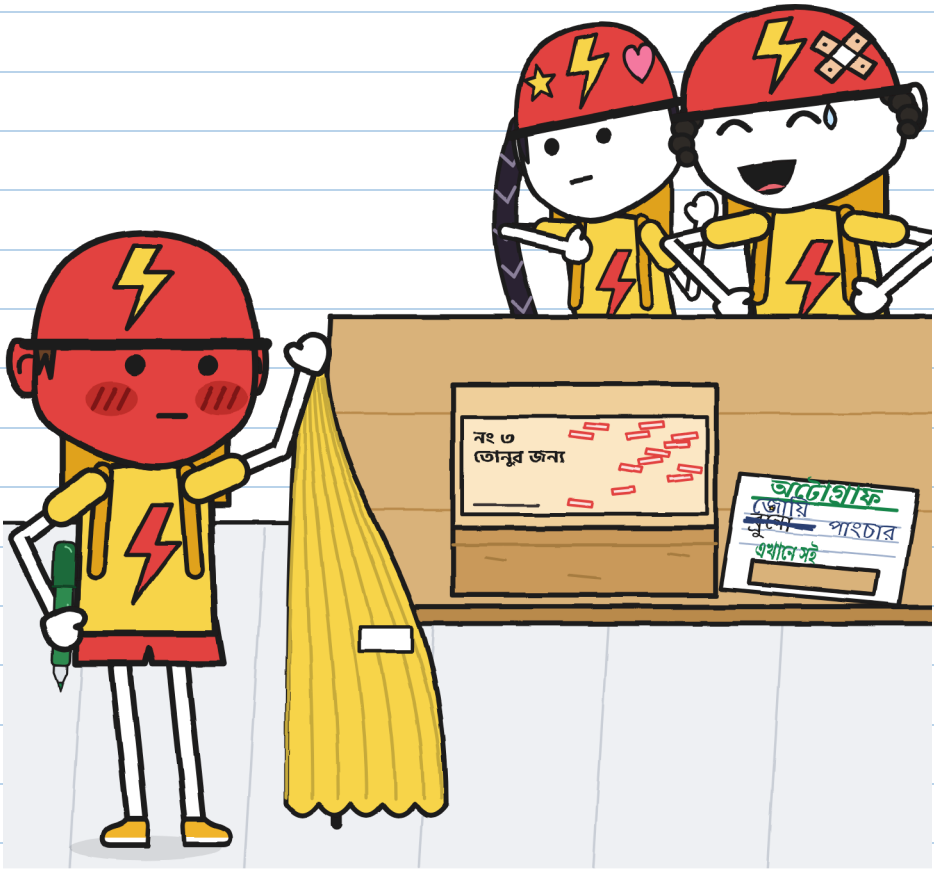
আমি উঠে দাঁড়ালাম।

"তোনিও, দাঁ..."

আমি দেরি করে ফেললাম। তোনিও এক টানে স্ট্যান্ডটা কাছে টানল। সই করতে যাচ্ছিল। টেবিলক্লথের নিচে কিছু বেজে উঠল:

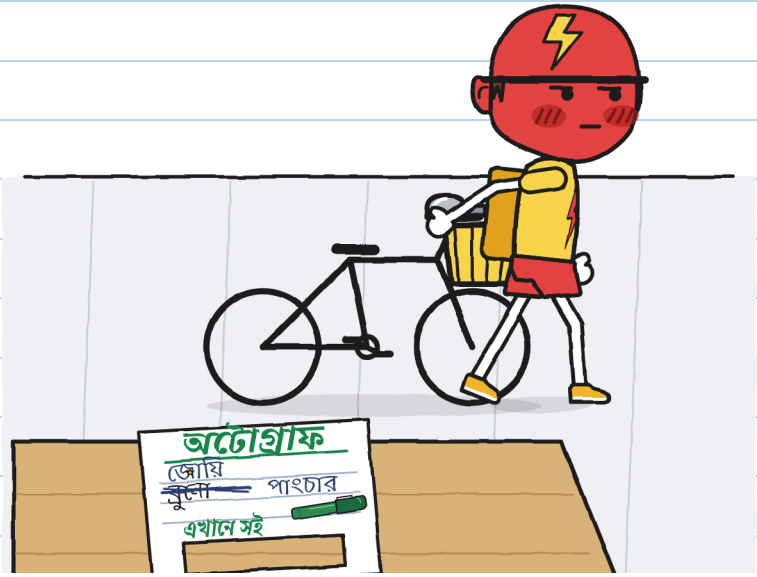


তোনিও টেবিলক্লথ তুলল।




"তো-নু-র জন্য," জোয়ি ধীরে ধীরে পড়ল, খুশি হয়ে।
"তোনু?" ব্রুনো বলল। ও হেসে ফেলল।
জোয়ি হাসল না। জোয়ি ভাবছিল।

তোনিও চেঁচাল না। আস্তে মার্কারের ঢাকনা লাগাল। কাগজটার ওপর রেখে দিল। সই না করে।
"বিজলি ফাঁদে সই করে না।"
সে হেঁটে চলে গেল, সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরে। কেউ ওর পেছনে গেল না।




সে হেলমেটের রঙের হয়ে গিয়েছিল। লজ্জার লাল নয়। রাগের লাল।

*লাল-মিটারে ওটার কোনো নম্বর নেই। -হু.*

মারা বেগুনি কাপড়টা নিয়ে বেরিয়ে এলেন। পার্সেলটা কে বের করেছে, জিজ্ঞেস করলেন না। তাকের ফাঁকা জায়গাটা, টেবিলটা আর হুলিতাকে দেখলেন।

৩ নম্বরটা ঢেকে দুহাতে তুলে নিলেন।

"এই পার্সেল পৌঁছে যায়নি," জোয়ি আর ব্রুনোকে বললেন। "লেবেলে যা লেখা আছে, সেটা তোনিওর ব্যাপার।"




ওরা বেল না বাজিয়েই চলে গেল।

আমি হুলিতাকে টেবিলক্লথ, পোস্টার আর কাগজটা গুছিয়ে নিতে সাহায্য করলাম। দুটো সই আর একটা ফুটো। ওকে "আগেই বলেছিলাম" বললাম না। "কিছু হয়নি"-ও না। কিছু হয়েছিল।

"তুমি তো কিছু করোনি," হুলিতা বলল।

"আমি দেরি করে সাবধান করেছি। আরও আগে করতে পারতাম। কিংবা মারাকে ডাকতে পারতাম।"




হুলিতা ভেতরে গিয়ে কারও সাহায্য ছাড়াই মারাকে সব বলল। ছোট্ট জানালা, টেবিলক্লথ, তাক, ফোন।

"তোনিওকে তুমিই বলবে," মারা বললেন।

বুধবার তোনিও পাঁচটা দশে গেল। থামল না। পাঁচটা কুড়িতে আবার গেল। তৃতীয়বার গেল। হুলিতা ফুটপাতের ঠিক মাঝখানে একটা কাগজ হাতে দাঁড়িয়ে ছিল।

ক্ষমা চাওয়া

*আমি তোমার পার্সেলটা বের করেছিলাম।*
*তোমাকে ঠকাতে চেয়েছিলাম।*
*তোমার লেবেল অন্যদের দেখিয়েছি।*
**ক্ষমা করো।**
**-হুলিতা**

তোনিও সাইকেলে বসেই কাগজটা পড়ল।
"ঠিক আছে। পড়েছি।"
"আমাকে ক্ষমা করবে?"
"আমি বলেছি যে পড়েছি।"
সেদিন বিকেলে তোনিও দোকানে এল না। ওর বাক্সটা ফাঁকা পড়ে রইল।

*আমি পুরো নাম দিয়ে সই করেছি। এটুকু তো করতেই হতো। -হু.*

অধ্যায় ৪

# একটা ছোট সাইকেল

বৃহস্পতিবার তোনিও দোকানে ঢুকল। রাস্তার দুদিকে তাকাল না। বগলে একটা সাইকেল।



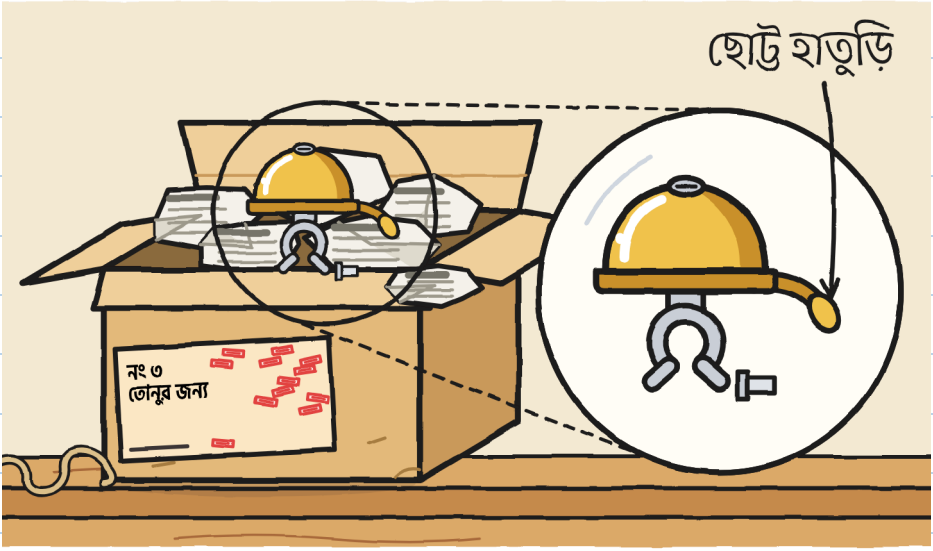

ওটা ওর এখনকার সাইকেল ছিল না। কিংবা ছিল:
ছোটবেলার সাইকেল।
"রবিবার থেকে ওই টুংটুংয়ের কথাই ভাবছি," তোনিও বলল।
"আওয়াজটা মনে পড়ছে। দেখতে চাই, ঠিক মনে পড়েছে
কি না।"

"আমি ৩ নম্বরটা খুলতে চাই। এখানে নয়: রাস্তা থেকে দেখা যায়।"
মারা আমাদের দোকানের পেছনের ঘরে নিয়ে গেলেন।
"খোলা মানে সই করা নয়," তিনি বললেন। "সই না হলে ভোরে ফিরে আসে।"




"থাকি?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল। সত্যিই জিজ্ঞেস করল।
তোনিও একটু সময় নিল।
"কিছু ছোঁবে না।"
"বাক্সে হাত দেব না। বিষয়টাও তুলব না।"

তোনিও দড়িটা খুলল। ভেতরে পুরোনো খবরের কাগজ। নিজে নিজেই ছিঁড়ে যাচ্ছিল। আর কাগজের মধ্যে...

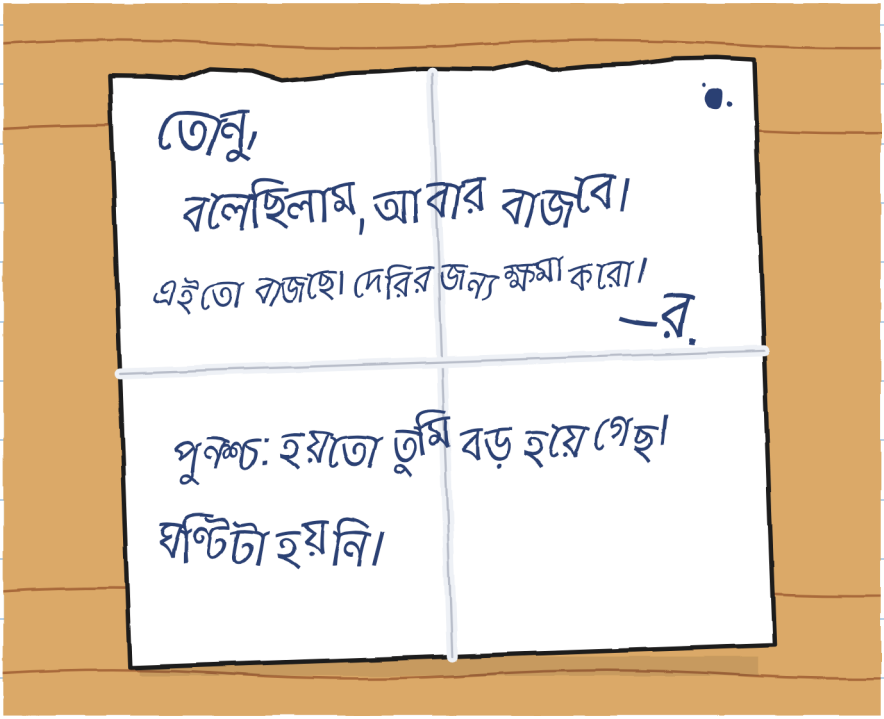



সাইকেলের একটা ঘণ্টি, ছোট্ট আর সোনালি। একটা স্প্রিং ছোট্ট হাতুড়িটাকে নাচায়। নাড়ালে বাজে।

১ নম্বর কামড়াত। ২ নম্বর ছুটত। ৩ নম্বর শুধু বাজে।

*ড্রাগন নেই, পা-ও নেই। শুধু একটা ঘণ্টি। আমার ভালো লাগল। -হু.*

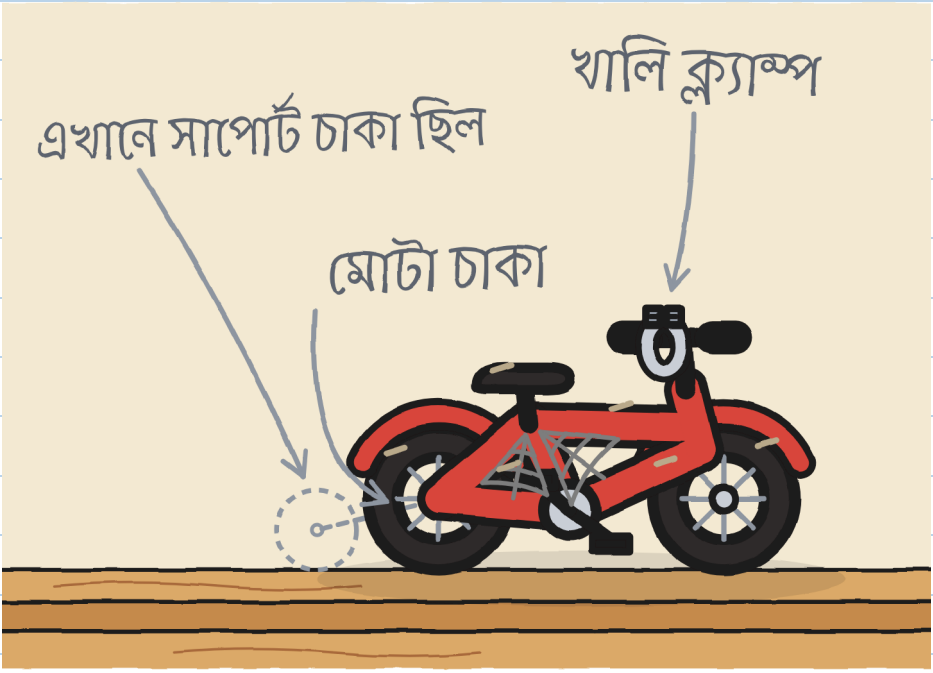
নিচে চার ভাঁজ করা একটা চিরকুট ছিল।




তোনিও ওটা দুবার পড়ল।
"কী বাজে হাতের লেখা," সে বলল। আর অনেকক্ষণ চুপ করে রইল।

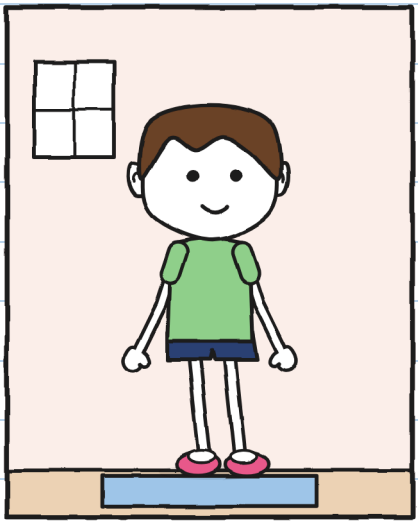
*র. দেরিতে কথা রাখে। ফ্লোরা বলেছিলেন। কতটা দেরি, সেটা বলেননি। -হু.*

তখন তোনিও ছোট সাইকেলটা টেবিলের ওপর রাখল।

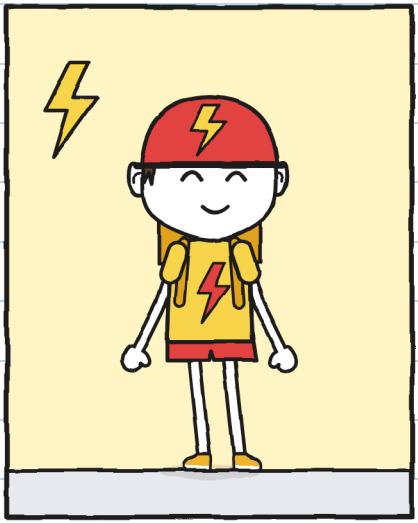



"এটা আমার ছিল। এতে এই ঘণ্টিটা ক্ল্যাম্প দিয়ে আটকানো ছিল। একদিন ঘণ্টিটা আর বাজল না: ক্লাক। কেউ একজন বলল, 'দাও তো, তোনু। আমি সারিয়ে ফেরত দিচ্ছি'।"
"কে?" হুলিতা অজান্তেই জিজ্ঞেস করে ফেলল। মুখ চেপে ধরল।
"মুখটা মনে নেই। ঘণ্টিটা মনে আছে। আর মনে আছে, আমি অনেক অপেক্ষা করেছিলাম।"

"বাড়িতে আমাকে তোনু বলে ডাকে," তোনিও বলল। "বিজলিতে তোনিও। প্রথম দিনই নিজের কার্ডে লিখেছিলাম।"
"তোনুর মধ্যে খারাপ কী?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।
"কিছু না। যতক্ষণ না জোয়ি বলে। বিজলিতে ডাকনাম কেউ তোলে না। ব্রুনোকে দেখো।"



বাড়িতে: তোনু



বিজলিতে: তোনিও

"মঙ্গলবার থেকে ব্রুনো আমাকে ছয়বার তোনু বলে ডেকেছে," তোনিও যোগ করল।
হুলিতা নিজের কোণে গুটিয়ে গেল।

“এখনও কি ওতে বসতে পারো?” হুলিতা জিজ্ঞেস করল।
নিজেকে আটকাতে পারল না।
মারা সাইকেলটা মাটিতে নামালেন। তোনিও বসল।



বসা গেল। মোটামুটি।
মারা একটা আওয়াজ করলেন, প্রায় হাসির মতো। তোনিওও হাসল। শনিবার থেকে ওকে হাসতে দেখিনি।

*লাল-মিটার: ০। এটাও লিখে রাখছি, কারণ এটাও গোনায় পড়ে। -হু.*

"তোমার সাইকেলে তো বিজলির বেল আছেই," আমি বললাম। "এই ঘণ্টিটা লাগাতে হবে না। রেখে দিতে পারো। কিংবা ফিরে যেতে দিতে পারো।"
"জানি," তোনিও বলল। কিন্তু আমার দিকে তাকাল। মনে হলো, কথাটা সে প্রথমবার শুনছে।

হুলিতা এগারো মিনিট চুপ করে শুনল, মার্কারটা বন্ধ করে রেখে।






১১ মিনিট

*এগারো মিনিট। আমার জিভ ঘুমিয়ে পড়েছিল। -হু.*

“আমি এটা একা চেষ্টা করে দেখতে চাই,” তোনিও বলল। মারা, হুলিতা আর আমি বেরিয়ে এলাম। তোনিও পেছনের ঘর বন্ধ করে দিল।

না শোনার জন্য হুলিতা দোকানের ওপাশে চলে গেল, আর আমি আঁকলাম। তোনিওর আসনে এখন চাঁদোয়া: কাপড়ের একটা ছাদ। তবুও শোনা গেল।



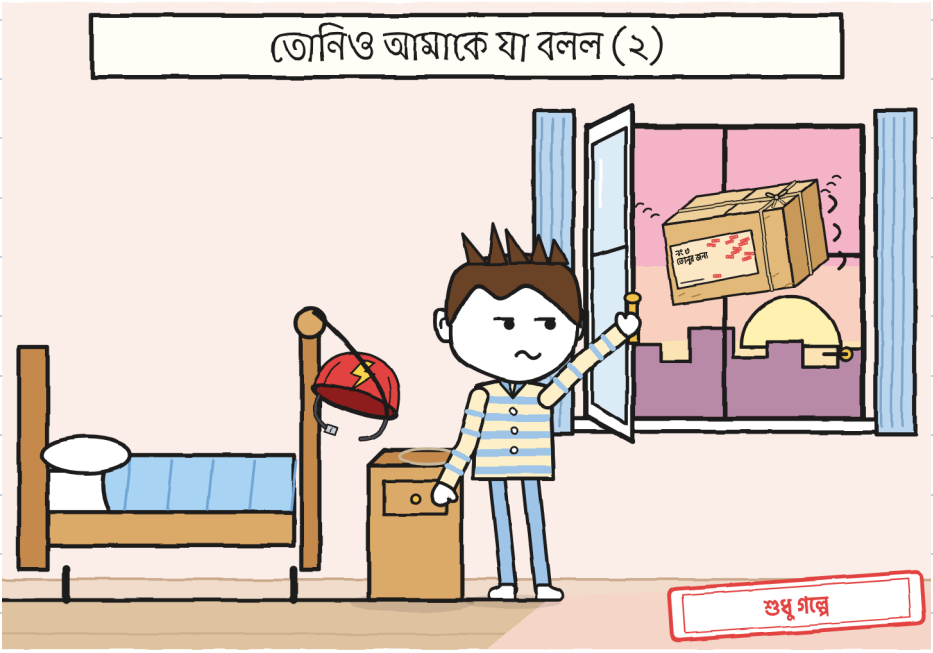

টুংটুং।
এ সেই শনিবারের টুংটুংই। তারপর আরেকটা। তারপর অনেকক্ষণ আর একটাও না।

তোনিও বেরোল। এক হাতে ঘণ্টি, বগলে বাক্স।
"আমি এটা কাল পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছি। সই না করে।"
"ভোরে ওটা ফিরে আসবে," মারা বললেন।
"ফিরে আসুক। আমি ওটাকে এক রাত কাছে রাখতে চাই।"
"আর যদি তোনিও ঘণ্টিটা বাক্সের বাইরে রেখে দেয়?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।
"কখনও পরখ করে দেখিনি," মারা বললেন। "আর সকাল সাতটায় পরখ করার ইচ্ছেও নেই।"
তোনিও ঘণ্টি আর চিরকুট বাক্সে রাখল।



*কাল পর্যন্ত আর চোদ্দো ঘণ্টা বাকি। আমি গুনব। -হু.*

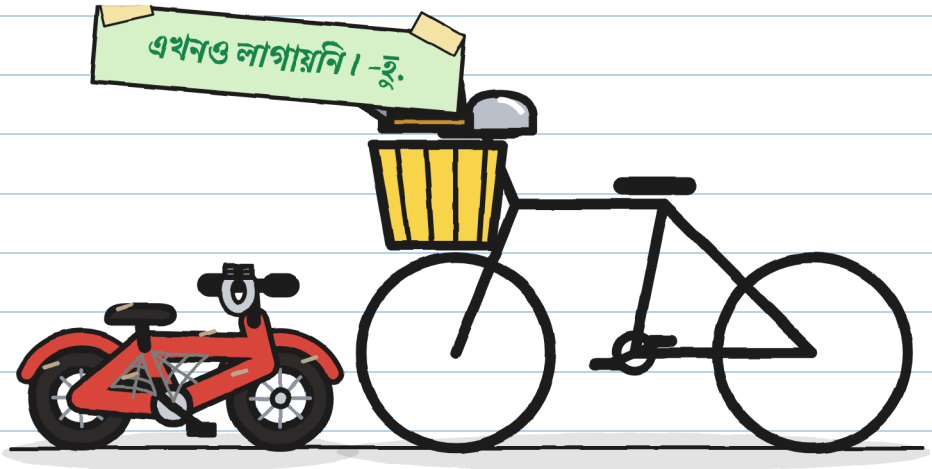
শুক্রবার আমার রাস্তা আবার বেজে উঠল: টুংটুং, টুংটুং, টুংটুং। ফেরা নং ১৪।
আগের রাতেরটা আমি দেখিনি। তোনিও আমাকে বলেছিল:




"এবার ৩ নম্বর আমার বিছানার পাশের টেবিলে ঘুমিয়েছিল। পাপোশে নয়। ভোরে কাচে ধাক্কা দিচ্ছিল। আমি জানালাটা খুলে দিলাম।"

*একটা পার্সেলের জন্য জানালা খুলে দিল। কী ভদ্র। -হু.*

আমি তোনিওর দুটো সাইকেল একসঙ্গে আঁকলাম।
এখনকারটায় ঘণ্টিটা জুড়ে দিলাম। ভালোই মানিয়েছে।
হুলিতা আঁকা ঘণ্টিটার ওপর একটা ছোট কাগজ সেঁটে দিল।




আগে এখন

ও ঠিকই বলেছে। এটা আমাকে একটু জ্বালায়।

অধ্যায় ৫

# একান্তে

শুক্রবার বিকেলে ৩ নম্বর নিজের তাকে ছিল। ওতে চোদ্দোটা সিলমোহর। তোনিও বাক্সে বসে দূর থেকে ওটাকে দেখছিল।

হুলিতা দু-দিন ধরে কিছু একটা বানাচ্ছিল। আমার ভয় করল। ওটা ছিল দুটো বিকল্পওয়ালা একটা কাগজ।

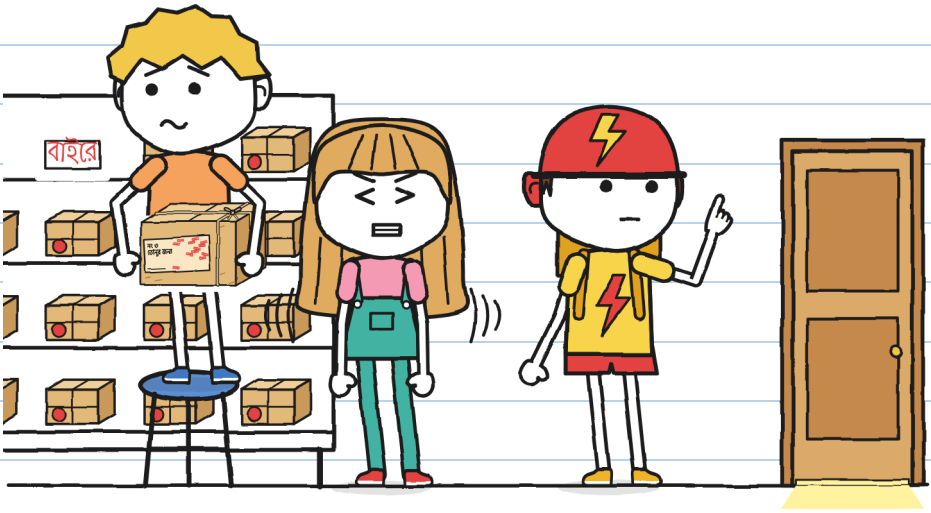


তোনিও কাগজটা পড়ল। মারার দিকে তাকাল।
"আমি সই করলে কে জানবে?"
"আমি। আর আমার রেজিস্টার খাতা: ওতে ডেলিভারিগুলো লিখে রাখি। ওটা ড্রয়ার থেকে বেরোয় না।"
"আর বিজলি?"
"ওদের বলি না। রেজিস্টার তো পোস্টার নয়।"




*পোস্টারে থাকে সংখ্যা। নাম থাকে ড্রয়ারে। -হু.*

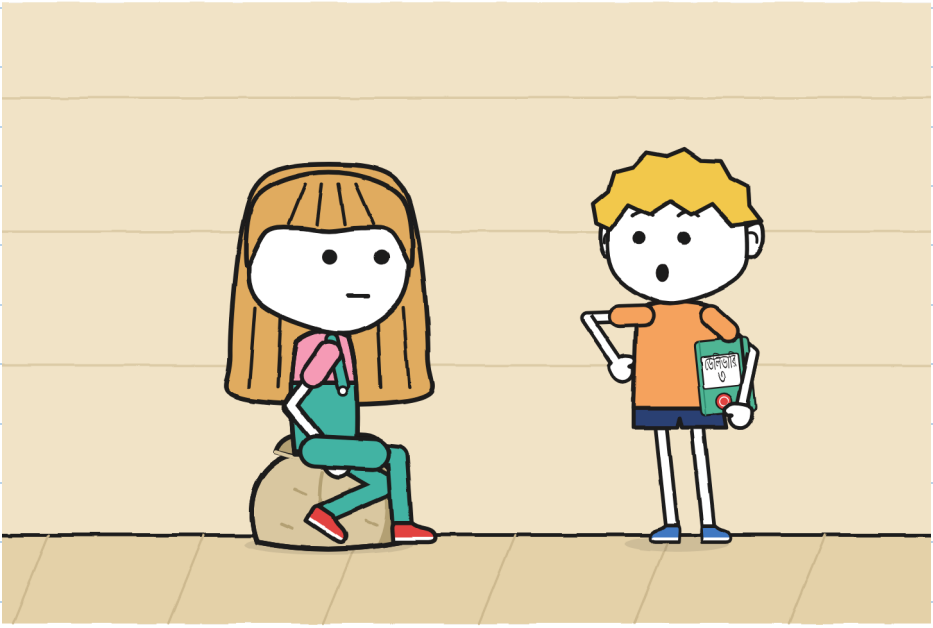
তোনিও নিজের বাক্স থেকে উঠে দাঁড়াল।
"আমি B বেছে নিলাম।"
হুলিতা লাফিয়ে উঠল না। আমি দেখলাম, ও লাফায়নি।
"পেছনের ঘরে," তোনিও বলে চলল। "তোমরা দুজনের সামনে।"
"আমিও?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।
"আমি সই করছি, এটা দেখতে তুমিই সবচেয়ে বেশি চাও।
তোমাকে সামনে রাখাই ভালো।"



পেছনের ঘরে তোনিও আবার ঘণ্টি আর চিরকুটটা বের করল।
আস্তে আস্তে, যত্ন করে দেখল।
"সই করার আগে আমি দেখি, কীসে সই করছি," সে বলল, কারও দিকে না তাকিয়ে।
হুলিতা গোলাপি হয়ে গেল, নিজের টি-শার্টের মতো।



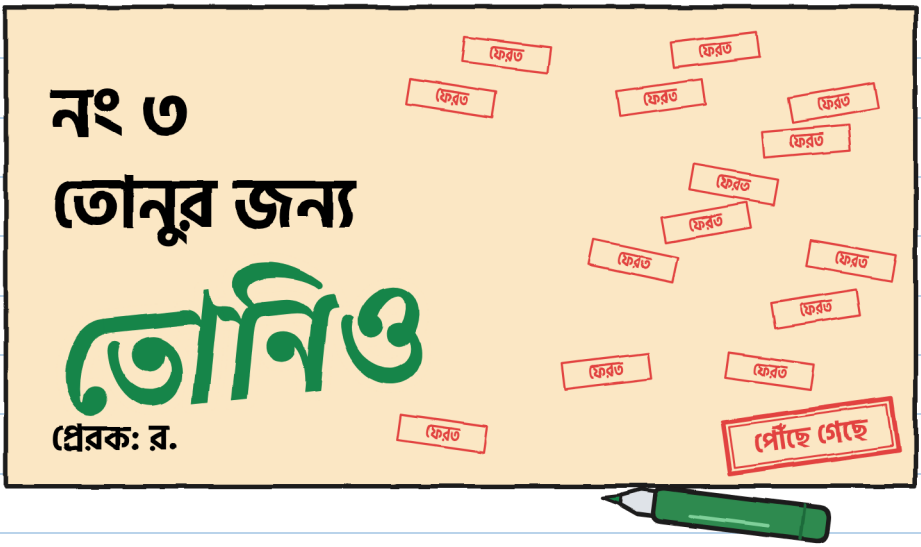
হুলিতা তোনিওকে নিজের সবুজ মার্কারটা দিল। কোণের একটা বস্তার ওপর বসল।
"কী করছ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।
"নিজের হাতের ওপর বসেছি। যাতে সাহায্য না করে ফেলি।"



আমি খাতা বন্ধ করে বগলে চেপে ধরলাম।

*তারপর ও সবকিছু লিখে রাখল। -হু.*

তোনিও মার্কারের ঢাকনা খুলে সই করল।




লেবেলে লেখা ছিল "তোনু"। সইয়ে "তোনিও"।
"এভাবে চলবে?" তোনিও জিজ্ঞেস করল। "নামটা তো এক নয়।"
"সই করে সে, যে পার্সেল নেয়," মারা বললেন। "আর পার্সেলটা তুমিই নিয়েছ।"

মারা ডেলিভারিটা নিজের রেজিস্টারে লিখে রাখলেন। হুলিতা নীল টুলটা ধরে ছিল। ও সেটা মেঝেতে নামিয়ে রাখল।
"আমি কি পোস্টারটা বদলাতে পারি?" সে তোনিওকে জিজ্ঞেস করল, মারাকে নয়।
তোনিও পোস্টারটার দিকে তাকাল।
"এখানে তো শুধু একটা সংখ্যা লেখা।"
"শুধু।"
"ঠিক আছে।"



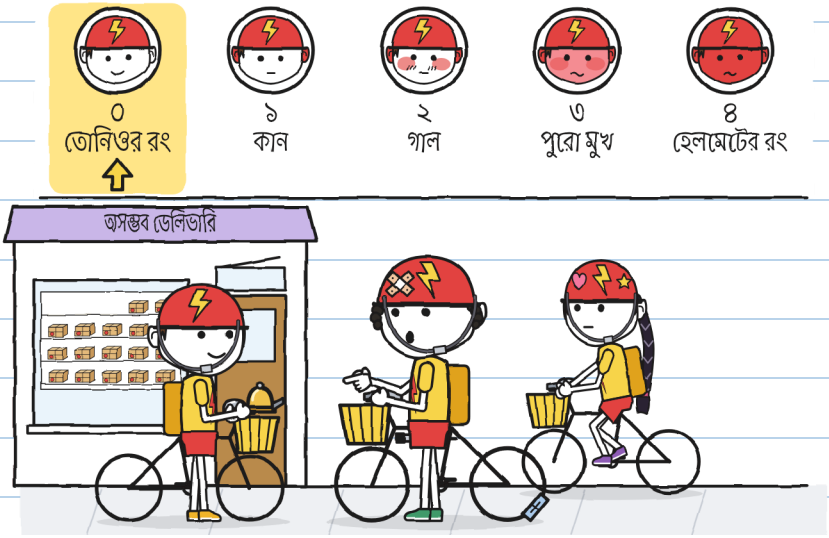

*আমি আগে জিজ্ঞেস করেছি। টুকে রাখো। -হু.*

ফুটপাতে তোনিও সাইকেলটা দেয়ালে ঠেকাল। ব্যাগ থেকে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার বের করল।
"ঘণ্টিটা লাগাচ্ছ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।
"হ্যাঁ।"
"আর বিজলির বেল?"
"ওটা বিজলির। এটা আমার।"



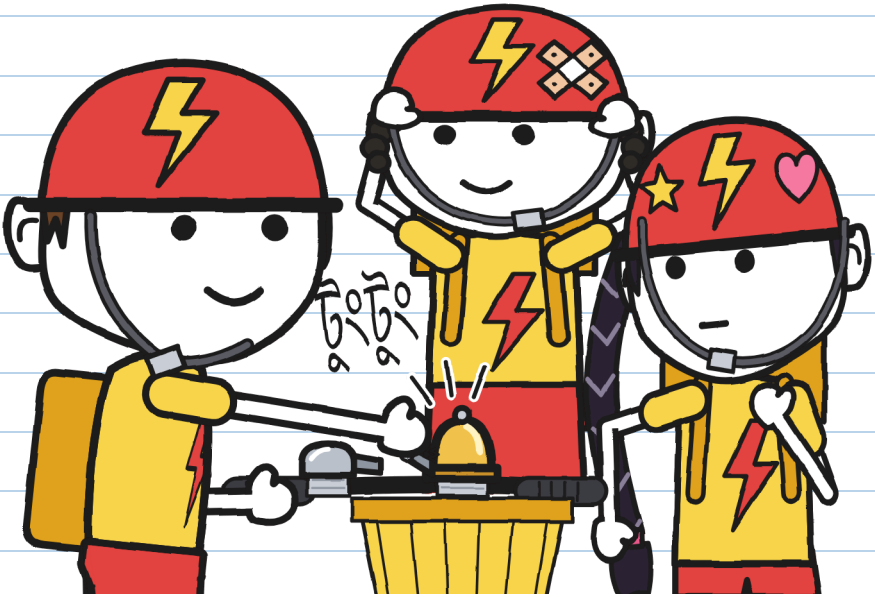

তোনিও ওটা লাগাল। আমি শুধু সাইকেলটা ধরে রেখেছিলাম। তাও ও বলেছিল বলে। তোনিও এক আঙুলে ছোট্ট হাতুড়িটা ছুঁয়ে দিল।
টুংটুং।

পাঁচটা দশে বিজলি গেল। ব্রুনো ব্রেক কষল।
"ওটা কী বাজছে?"
"একটা ঘণ্টি।"
"কোথা থেকে এল?"
"আমার ছিল।"
"যখন তুমি তোনু ছিলে, তখনকার?"
আমি তোনিওর দিকে তাকালাম। লাল কিছু না। কান পর্যন্ত না।




"যখন আমাকে ওই নামে ডাকা হতো, তখনকার। এখন আমার নাম তোনিও। আর তোমার নাম কী?"
"পাং..." ব্রুনো চুপ করল। "ব্রুনো।"
"তাহলে ওটাই, ব্রুনো।"

ব্রুনো মাথা তুলল। বিজলিতে দু-বছর ধরে কেউ ওকে ব্রুনো বলেনি।
জোয়ি মুখ খুলল।
তোনিও ছোট্ট হাতুড়িটা ছুঁয়ে দিল। একবার।
টুংটুং।
জোয়ি মুখ বন্ধ করল। একটু ভাবল।
"ভালোই বাজে," সে বলল। "আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে, তোনিও।"




*ও বলল "তোনিও"। আর কিছু যোগ করেনি। -হু.*

সেই রাতে আমি আবার খড়খড়ি তুলে রাখলাম।
"আবার নজর রাখছ?" আমার মা জিজ্ঞেস করল।
"আজ নজর রাখছি, যাতে কিছু না ঘটে।"
"ওটা আমি খুব ভালো পারি। ঘুমোও।"



*আমি মার্কারের ঢাকনা খোলা রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমার বালিশ এখন সবুজ। -হু.*

ভোর হলো।

কিছুই বাজল না।

একটা টুংটুংও না, একটা জানালাও না, চার নম্বরের কুকুরটাও না।

আমার রাস্তায় আমি এ পর্যন্ত যত নীরবতা শুনেছি, এটা তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর।

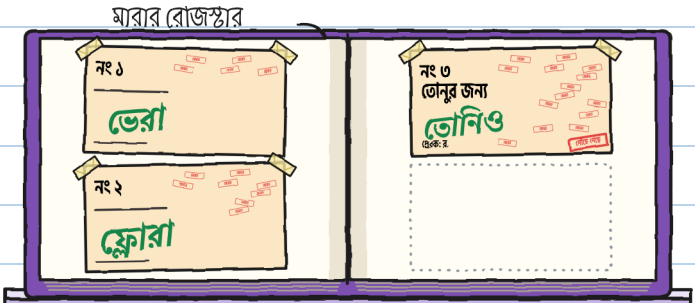


অধ্যায় ৬

# আপাতত

শনিবার দশটায় তাকটা আঁকলাম। সতেরোটা পার্সেল। তিনটে ফাঁকা জায়গা।

মারা লেবেলটা নিজের রেজিস্টারে সেঁটে দিলেন, অন্য দুটোর পাশে।




একটা ডিম, কিছু বীজ আর একটা ঘণ্টি। তিনটেই পৌঁছেছে দেরিতে। তিনটেই পৌঁছেছে।

*তৃতীয়টায় তোনিও সই করল। এবার শুধু মার্কারটা এগিয়ে দিয়েছি। -হু.*

তোনিও নিজের বাক্সে বসে নড়ে উঠল। এবার সে তাকের দিকে তাকাল না।

"এটা তোমার আসন 'আপাতত'," মারা বললেন।

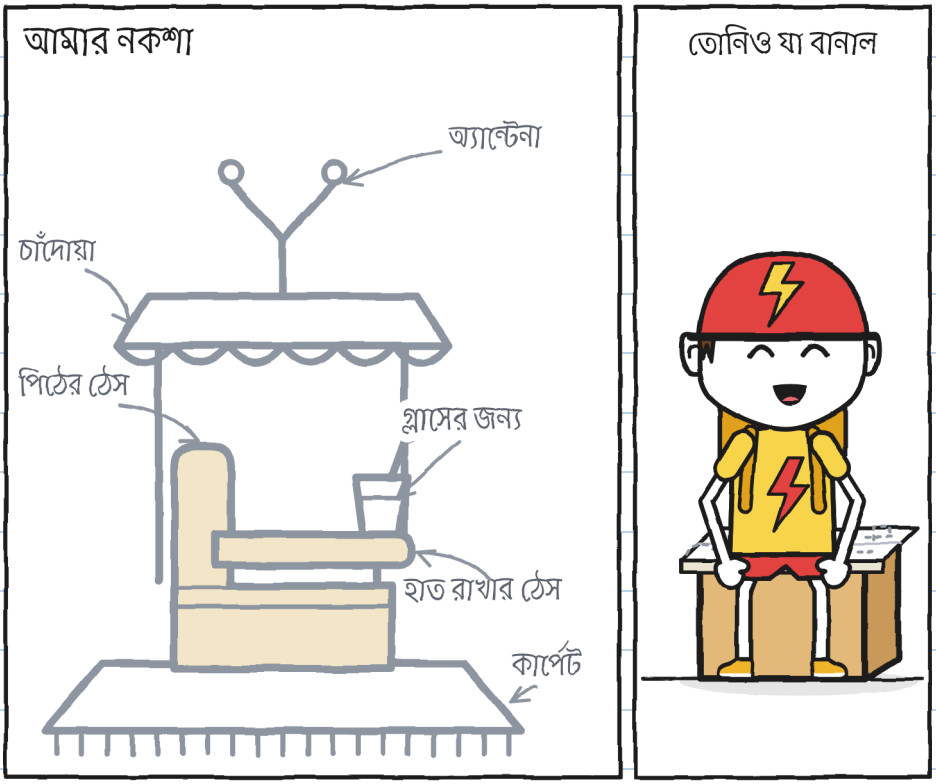
"আপাতত আমার চলবে," তোনিও বলল।

## বাকি ১৭



*"আপাতত" বছরের পর বছর চলতে পারে। ৩ নম্বরকে জিজ্ঞেস করো। -হু.*

আমি তোনিওকে আমার নকশা দেখালাম: আসনের ছবি। পুরো সপ্তাহ লেগেছে।




"এটা আমাকে দেবে?"

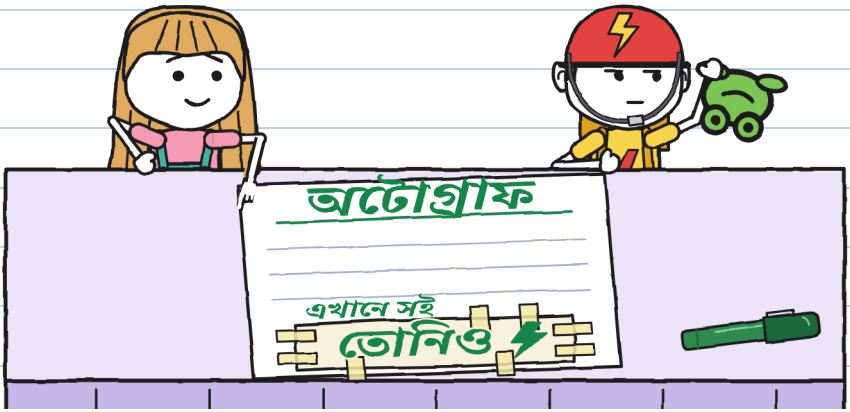
নকশাটা চার ভাঁজ করল। বাক্সের ওপর রেখে তার ওপর বসল।

বাইরে ঘণ্টিটা হ্যান্ডেলে বাঁকা হয়ে ছিল।
"তুমি যখন টাইট করবে, আমি ধরে রাখি," আমি বললাম।
"আমি পারব।"
তোনিও পারল। আমি স্ক্রুটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। মনে হচ্ছিল ওতে একশো প্যাঁচ।



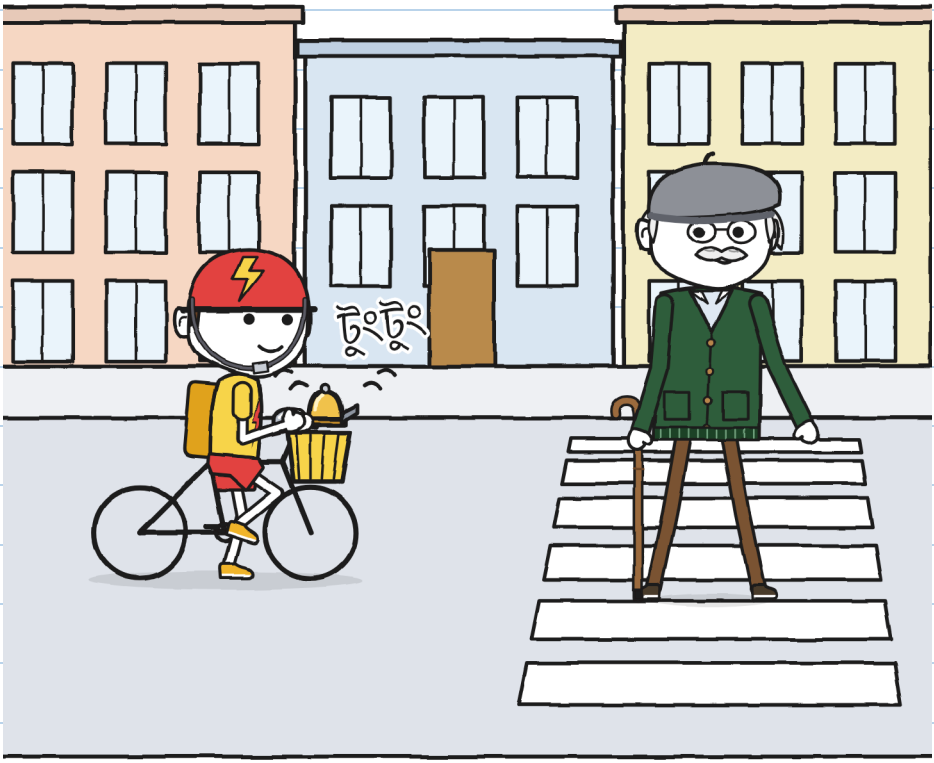
হুলিতা অটোগ্রাফের কাগজটা বের করল। ছোট্ট জানালাটা কাগজ আর অনেকটা টেপ দিয়ে ঢাকা ছিল।

"এটা সেই ফাঁদের কাগজটা," হুলিতা মারাকে বলল, প্রশ্নের অপেক্ষা না করেই। "আমি ঠিক করে দিয়েছি।"
কাগজটা তোনিওর সামনে রাখল।
"আমাকে একটা অটোগ্রাফ দেবে? সত্যিকারের। নিচে কিছু নেই।"
তোনিও কাগজের নিচে দেখল। কাউন্টারের নিচে দেখল। ব্যাঙটাকে উল্টে দেখল।
"ঠিক আছে।"



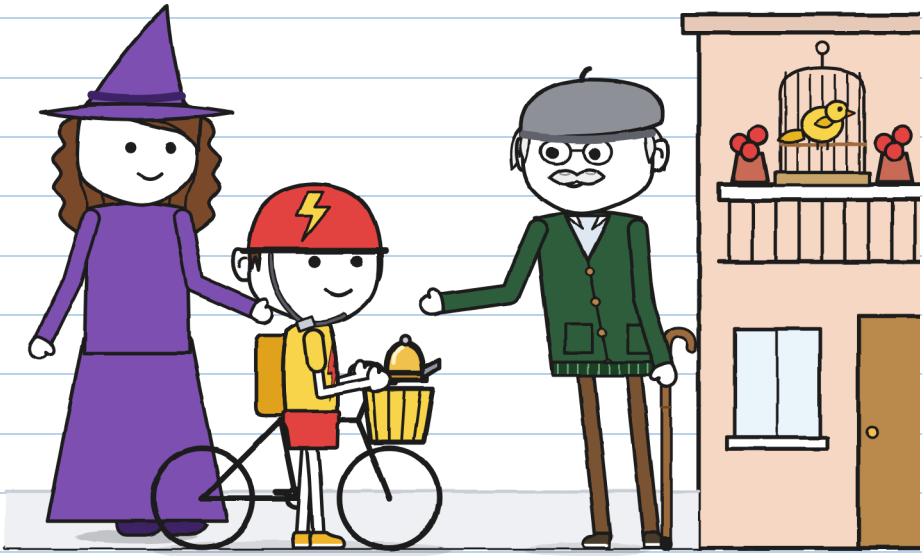

*আমার প্রাপ্য। -হু.*

দুপুরে তোনিও একটা ডেলিভারিতে বেরোল। টুপি পরা এক ভদ্রলোক লাঠি হাতে আস্তে আস্তে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। তোনিও থামল। অপেক্ষা করল। ঘণ্টিটা মাত্র একবার বাজাল। যেন বলল: "আমি এখানে আছি।"
টুংটুং।

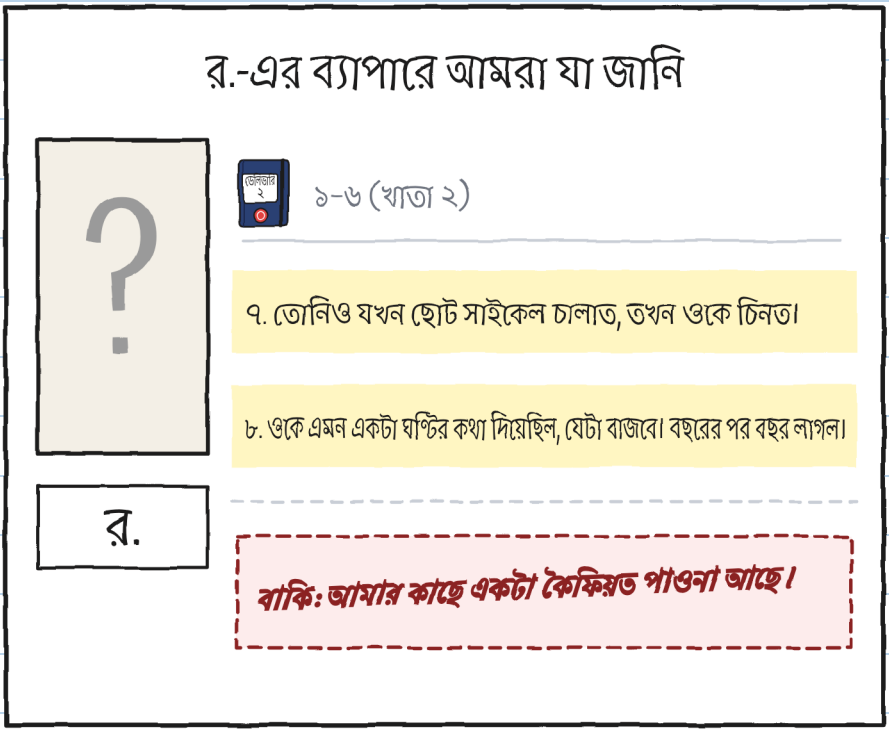



ভদ্রলোক লাঠি তুলে অভিবাদন জানালেন, আর আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন।

"উনি দন আন্তোনিও," মারা বললেন। "আমার তালিকার দ্বিতীয় তোনু।"
"ঘণ্টিটা কি নতুন?" ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, ততক্ষণে আমাদের ফুটপাতে।
"পুরোনো," তোনিও বলল। "আমার ছিল। যখন আমাকে তোনু বলে ডাকত।"
"ষাট বছর ধরে কেউ আমাকে ওই নামে ডাকে না। অদলবদল করবে? তুমি হবে দন আন্তোনিও, আমি তোনু।"
তোনিও ভাবল।
"আপাতত না।"



আমি র.-এর কার্ডটা বের করলাম। তাতে আগেই ছয়টা সূত্র ছিল। আমি আরও দুটো যোগ করলাম। তোনিও আমার কলমটা চাইল। নিচে নিজের হাতের লেখায় লিখল।




"ওকে ধন্যবাদ দেবে?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।
"ধন্যবাদ আর অভিযোগ। দুটোই। এখনও জানি না র. কে।"

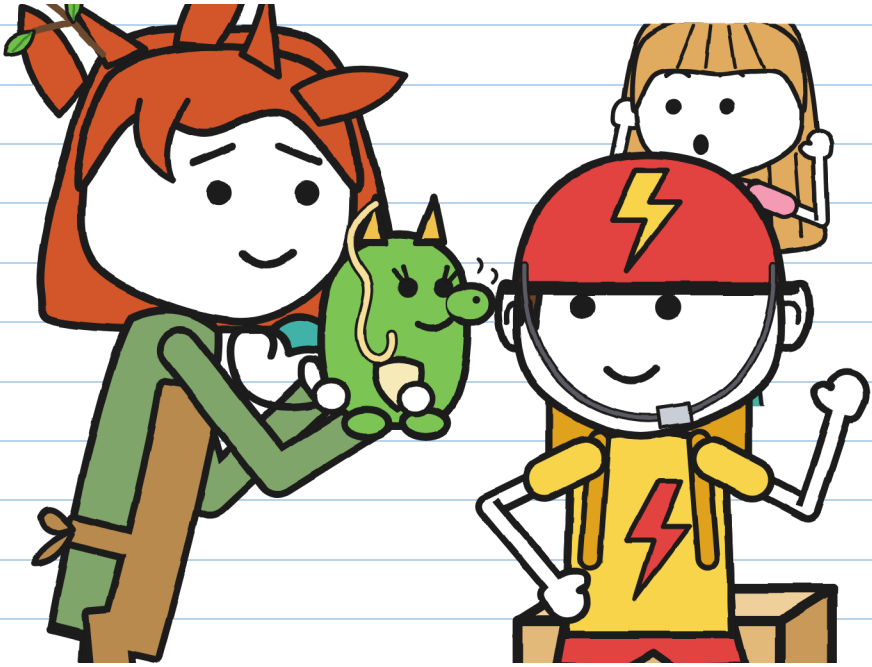
একটায় ভেরা ঢুকলেন। কোলে টুকরো, চুলে একটা ডাল। "আমার সাহায্য দরকার। টুকরো এখন উড়ে যেতে শিখেছে। নামার একটা নিরাপদ জায়গা চাই।" একটু থেমে বললেন, "কাল ও আমার স্যুপটাকেই বেছে নিয়েছে।"




টুকরো আমার দিকে তাকাল, আর আমার সেই "আমি করিনি" মুখটা করল।

*হুবহু তোমার মুখ। নুডলসমেত। -হু.*

"আপনার কি কারও তাড়াতাড়ি দরকার?" তোনিও নিজের বাক্স থেকে জিজ্ঞেস করল।
"আমাকে সাহায্য করতে হলে অপেক্ষা করতে জানতে হয়," ভেরা বললেন।
"আমিও জানি। এই সপ্তাহ থেকে।"



*আমিও অপেক্ষা করতে জানি। এবার কি? -হু.*

ডেলিভারি নং ৩। কার কতক্ষণ লাগল:

| | |
|---|---|
|  | বিজলি: দশ মিনিট। |
|  | র.: বছরের পর বছর। |
|  | তোনিও: ছয় দিন। |
|  | হুলিতা, শুনে: এগারো মিনিট (রেকর্ড)। |

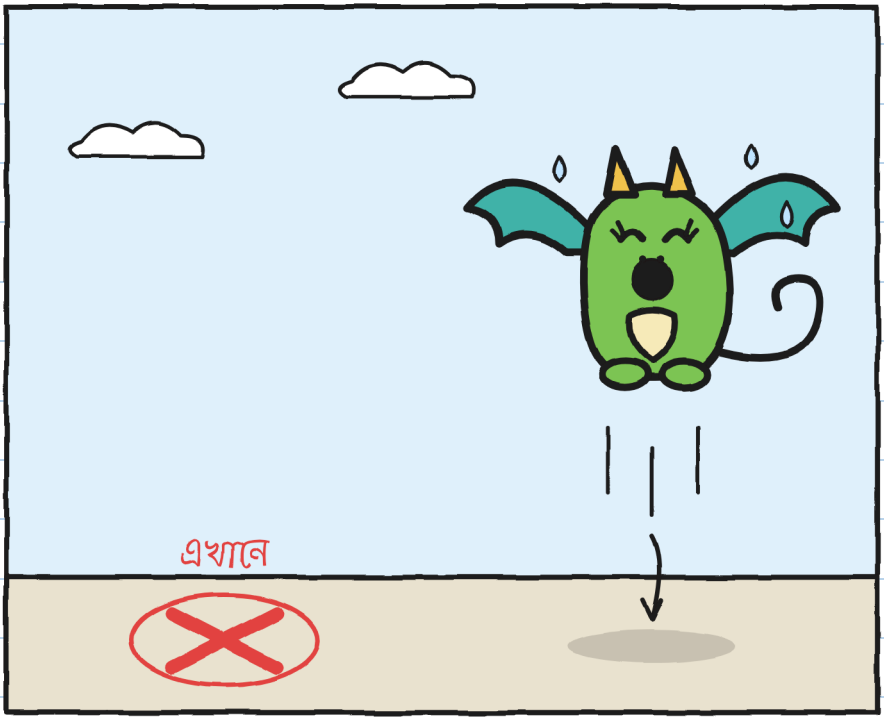



তোনিও ডেলিভারিতে বেরোল। রাস্তায় একটা টুংটুং বাজল। তারপর আরেকটা।
এবার ঘণ্টিটা সে নিজেই বাজাচ্ছিল।

*আমি এখনও নিজে নিজেই বাজি। শিখছি। -হু.*

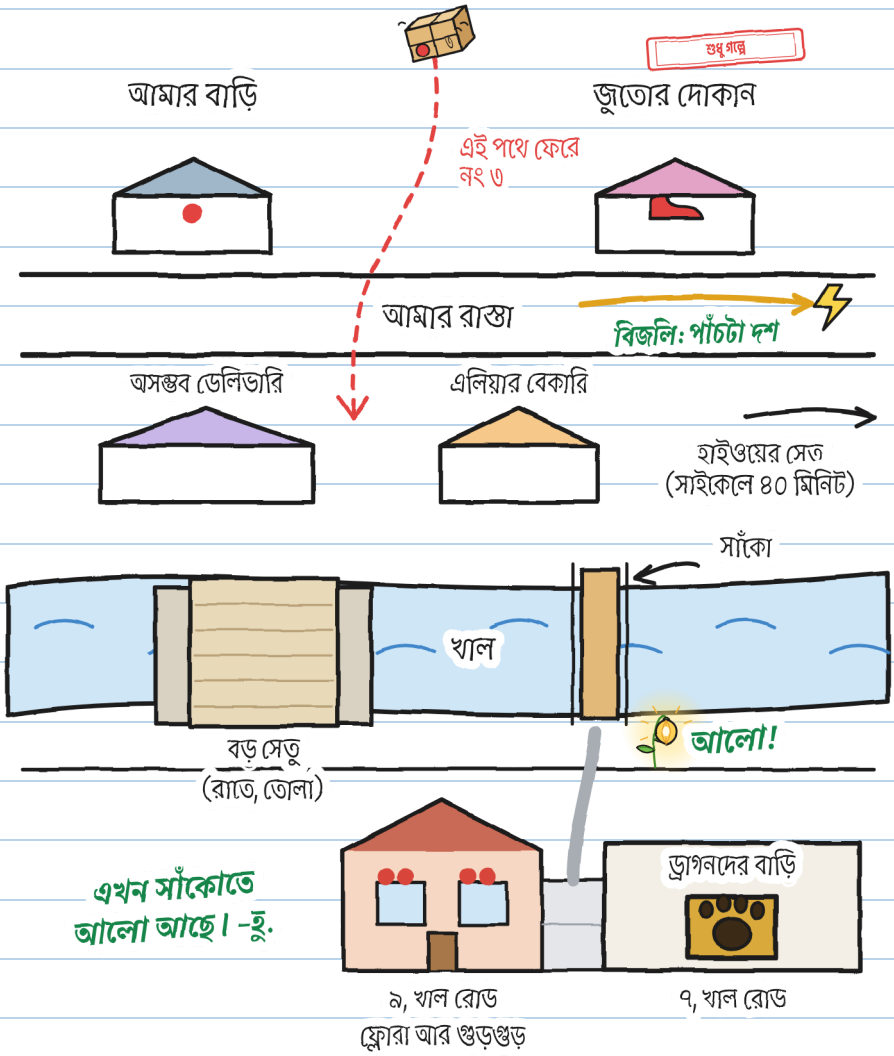
# অসম্ভব ডেলিভারি · ৪

(খুব শিগগিরই)




*যে ড্রাগন-ছানা তোমাকে নকল করে, সে কোথায় নামে? -হু.*

# পাড়া (ভার্সন ৩)


শুধু গল্প
আমার বাড়ি
জুতোর দোকান
এই পথে ফেরে
নং ৩
আমার রাস্তা
বিজলি: পাঁচটা দশ
অসম্ভব ডেলিভারি
এলিয়ার বেকারি
হাইওয়ের সেত
(সাইকেলে ৪০ মিনিট)
সাঁকো
খাল
আলো!
বড় সেতু
(রাতে, তোলা)
এখন সাঁকোতে
আলো আছে। -হু.
ড্রাগনদের বাড়ি
৯, খাল রোড
ফ্লোরা আর গুড়গুড়
৭, খাল রোড

# আর তুমি, তোমার নাম কী?

তোনিওকে সবাই তোনু বলে ডাকত। এখন সে নিজের নাম নিজে বেছে নেয়। আর তুমি?

আমাকে এই নামে ডাকা আমার ভালো লাগে...

আমাকে এই নামেও ডাকা যায়...

আমাকে এই নামে না ডাকলে ভালো হয়...

*আমি হুলিতা। হুঁ. "শুধু সই করার সময়। -হু.*

# একটা গল্প, ছয় সাইজ

সাইজ আছে ছয়টা, ৩ থেকে ১৬ বছরের জন্য, আর ভাষা ২০টিরও বেশি। XXS, XS, S, M আর L-এর পাতা আর ছবি একই। XL একটা উপন্যাস। শুধু বলার ধরনটা বদলায়।

সাইজ XXS · PRE-A1
মারা আর তোনিও হাসে। লাল সাইকেলটা দেখছ?

সাইজ XS · A1
মারা প্রায় হেসে ফেললেন। তোনিওও হাসল। শনিবার থেকে ওকে হাসতে দেখিনি।

সাইজ S · A2
মারা একটা আওয়াজ করলেন, প্রায় হাসির মতো। তোনিওও হাসল। শনিবার থেকে ওকে হাসতে দেখিনি।

সাইজ M · B1
মারা একটা আওয়াজ করলেন। হাসির মতো শোনাল। তোনিওও হাসল। শনিবারের পর থেকে ওকে আর হাসতে দেখিনি।

সাইজ L · B2
মারা এমন একটা আওয়াজ করলেন, যা অন্য কারও মুখে হলে হাসি হতো। তোনিওও হাসল। শনিবারের পর থেকে ওকে আর হাসতে দেখিনি।

সাইজ XL · B2–C1
সচিত্র উপন্যাস · ১৩+
CEFR অনুসারে স্তরগুলো আনুমানিক।

*যার যার সাইজে। টুংটাং একই। –হু.*

পরিবার ও শিক্ষকদের জন্য

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো

## সত্যিকারের সাইকেল: কী করতে হবে

১. সবসময় হেলমেট পরো, আর ঠিকমতো আটকে নাও। "এই তো পাশেই" যাওয়ার সময়ও।

২. যাতে লোকে তোমাকে দেখতে আর শুনতে পায়: আলো, হালকা রঙের জামা আর বেল। বেল সতর্ক করে; হুকুম দেয় না।

৩. দুই হাতই হ্যান্ডেলে রাখো। কিছু তোমার মনোযোগ কেড়ে নিলে নিরাপদ জায়গায় থামো।

৪. ফুটপাত তার, যে হেঁটে চলে: সেখানে সাইকেল হাতে ধরে হাঁটো। রাস্তা পার হওয়ার আগে থামো আর দেখো।

"শুধু গল্পে" সিলমোহর বোঝায়, কী গল্পে ঘটে, আর রাস্তায় ঘটে না।

বেরোনোর আগে নিজের সাইকেলটা দেখে নাও

